দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ‥ 14 JUN 2016 ‥ …
পৃষ্ঠা … ৬ … কলাম … ৩ … ……

বেসরকারি স্কুল ও কলেজের এমপিওভুক্তি সম্পর্কে

গত ৭ জুন জাতীয় সংসদে সম্পূরক বাজেট আলোচনায় বেসরকারি নন-এমপিওভুক্ত স্কুল/কলেজ এমপিওভুক্তির বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের ২৮ হাজার এমপিওভুক্ত বেসরকারি স্কুল-কলেজের এক তৃতীয়াংশ ভুঁইফোড় বলে উল্লেখ করেন। সে অনুযায়ী প্রায় নয় হাজার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অপ্রয়োজনীয়। মন্ত্রী মহোদয় আরো উল্লেখ করেন, ১৯৮৮ সালে নয় হাজার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত ছিল, এখন ২০১৬ সালে ২৮ হাজার হয়েছে। স্বীকার করি, বাংলাদেশে হাতেগোনা কয়েকটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে যেগুলোতে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা এবং পাসের হার সন্তোষজনক নয়। সেজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় আইন আছে প্রয়োগ করবে; সমস্যা কী। কিন্তু হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কারণে ঢালাওভাবে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একই পাল্লায় মাপা হবে, এটা কাম্য নয়। বর্তমানে এমন অনেক বেসরকারি (নন-এমপিও) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এত বেশি যে তাদের বসার জন্য প্রয়োজনীয় চেয়ার-বেঞ্চ নাই; অনেক কষ্ট করে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করছে এবং পরীক্ষার ফলাফলও অনেক ভালো।

দীর্ঘ সাত বছর ধরে নতুন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণ বন্ধ। বর্তমানে পাঁচ হাজার নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। এটাই শেষ, কেননা নতুন করে আর স্কুল/কলেজ রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে না। সেজন্য ভবিষ্যতে আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়েও উঠবে না। সুতরাং রেজিস্ট্রেশনভুক্ত এই পাঁচ হাজার নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনে তিন ধাপে এমপিওভুক্ত করা হোক—২০০০ সাল বা তার আগে থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত যেসব প্রতিষ্ঠান রেজি.ভুক্ত হয়েছে প্রথম পর্যায়ে সেগুলো। পরের বছর ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত যেসব প্রতিষ্ঠান রেজি.ভুক্ত হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে সেগুলো। শেষ বছর ২০১০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত যেসব প্রতিষ্ঠান রেজি.ভুক্ত হয়েছে সেগুলো। এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো. আলমগীর কবির,
প্রভাষক (ইতিহাস ও সংস্কৃতি),
কামালেরপাড়া কলেজ,সাঘাটা, [illegible]ান্ধা